একশো দিনের প্রকল্পে চষা হবে কালমেঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর: একশো দিনের ছায়ায় ডালপালা মেলতে চলেছে— তুলসি থেকে কালমেঘ, ব্রাহ্মী, কুলেখাড়া কিংবা পুরু পাতার অ্যালোভেরা (ঘৃতকুমারি)। জমিতে এমনই নানা ধরনের ঔষধী চারা ফলিয়ে একশো দিনের কাজের প্রকল্পে নতুন পালক গুঁজতে চলেছে নদিয়া।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন এবং নদিয়ার একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে একশো দিনের কাজের প্রকল্পে পরীক্ষামূলক ভাবে ওই ঔষধী চারা চাষ করবেন নদিয়ার চাষিরা।

এ জন্য নদিয়ার নাকাশিপাড়া এবং তেহট্ট ১ এবং ২ ব্লক মিলিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৭ জন সদস্যাকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানো হয়েছিল। নেতৃত্বে ছিলেন একশো দিনের কাজের প্রকল্পের জীবিকা প্রশিক্ষণ সহায়ক বিশ্বজিৎ মণ্ডল। প্রশিক্ষণ শেষে গ্রামে ফিরে তাঁরাই তালিম দেবেন এলাকার চাষিদের।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের 'মেডিসিনাল প্ল্যান্ট রিসার্চ অ্যান্ড এক্সটেনশন সেন্টারের' পরামর্শদাতা বিজ্ঞানী সুনীলকুমার গুপ্ত বলেন, "আমাদের রাজ্যে ঔষধী চারা চাষ বাড়াতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছে। আগ্রহীদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ এখানেই দেওয়া হয়।" তিনি জানান, যে সব সংস্থা এই গাছ কেনে, ফলনের পরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও ওই সংস্থার।

নদিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) শেখর সেন বলেন, "একশো দিনের কাজের প্রকল্পে নদিয়ায় পরীক্ষামূলক ভাবে ঔষধী গাছ চাষ করতে চলেছে। নাকাশিপাড়া আর তেহট্ট ১ ও ২ ব্লকে এই চাষ করা হবে। দফতরের পক্ষ থেকে চাষিদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গাছের চারাও দেওয়া হবে। বিক্রির ব্যবস্থাও করবে দফতর।" তাঁর দাবি, সাফল্য মিললে ভবিষ্যতে চাষের প্রসার ঘটানো হবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিলেন একশো দিনের কাজের প্রকল্পে জীবিকা প্রশিক্ষণ সহায়ক বিশ্বজিৎ মণ্ডল ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর চার মহিলা-সহ সাত জন। কী ধরনের ঔষধী গাছ নদিয়ায় চাষ করা যাবে, কী ভাবে চাষ করা হবে, কেমন লাভ, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানান বিশ্বজিৎবাবু। তাঁর কথায়, "যে সব জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হয়নি কিংবা পতিত জমিতে এই ধরনের গাছের চাষ করা যাবে।"

দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নদিয়ায় একাঙ্গী, ব্রাহ্মী, বচ, কুলেখাড়া, বাসক, নিম, ভুঁই আমলা, সর্পগন্ধা, অ্যালোভেরা প্রভৃতি ঔষধী চারা চাষ করা যাবে।

তেহট্টের বেতাইয়ের কালীপদ বসু নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে প্রশিক্ষণে গিয়েছিলেন। কালীপদবাবু বলেন, "আমার বাড়িতে কয়েকটি কালমেঘ, অ্যালোভেরা, তুলসি চারা আছে। কিন্তু তা কেনার লোক নেই। ফলে বেশি চাষ করতে পারিনি। উৎপাদিত ঔষধী বিক্রির ব্যবস্থা হলে বড় আকারে চাষ করব।"

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৭ই মার্চ ২০১৭

পৃষ্ঠা-১৩

Office of the Dist. Information & Cultural Officer, Nadia